অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

মৃতু.র অধিক এই মেরে ফেলা

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

Mrityur Adhik Ei Mere Phela
A collection of poems by Amarendra Chakravorty

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০১১

প্রচ্ছদ: দেবব্রত ঘোষ

ISBN : 81-86891-70-6

প্রকাশক
সর্বাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮০-৮৮১৮, ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স : ২২৮৭-৬৪৪৮
ই-মেল: swarnakshar.prakasani@gmail.com

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

উ ৎ স র্গ

অন্ধজনের উদ্দেশে, হতজনের স্মৃতিতে

লেখকের অন্যান্য বই

ছো ট দে র ব ই

শাদা ঘোড়া

ঋষিকুমার

আমাজনের জঙ্গলে

হীরু ডাকাত

গৌর যাযাবর

পাখির খাতা

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

তালগাছের ডোঙা

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

হরিণের সঙ্গে খেলা

আমার বনবাস

ভূতের বাঁশি

আন্টার্কটিকার তুষারগুহায়

ভ্র ম ণে র ব ই

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ

ভ্রমণের মন

গ ল্পে র ব ই

নিমফুলের মধু

ক বি তা র ব ই

নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে

ভূমিকা

এ-বইয়ের সব কবিতাই নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে লেখা। অধিকাংশই গত দু-তিন বছরে, কয়েকটিমাত্র এবছরের গোড়ায়। ৪৭ পাতার কবিতাটি সবচেয়ে সাম্প্রতিক, ১৬ ফেব্রুয়ারি লেখা। শেষ পৃষ্ঠার লেখাটি গত শতকের।

৩ মার্চ ২০১১

সূচি

দিনযাপন

শব্দের অভাবে

মৃতু.র অর্থ

এই রক্ত

সমাধিভূমি

মৃত্যুর অধিক

সঙ্গী

বিকেলের বাসনা

বলা হয় না

বধ্যভূমি

লোকজীবন

কবি

প্রকৃতিপাঠ

ভ্রমণপর্বের কবিতা ১

ভ্রমণপর্বের কবিতা ২

ছেঁড়াকথা

শীতবরণ

বাংলার কবিতা

হাওয়ার লেখা

মৌমাছিনৃত্য

স্বদেশ

বৃক্ষলিপি

ছেঁড়া গোলাপ

হিংসারাজ

স্নেহ

আমাদের জীবন

সব হারানোর ভয়

দিনপঞ্জি

খুনির প্রতি

বহুরূপে

নববর্ষ

এর পর বসন্ত আসবে তো?

কবির অস্ত্র

যত দেখি

যাওয়া-আসা

বসন্ত

বিপন্ন সময়

মুরগির মাংস

ধরনা

দিনযাপন

. তিটি দিনই তার যাবতীয় দুঃখ ও জঞ্জাল
আমার মাথায় রেখে চলে যায়
কবিতা কাকের বাসা
কালবৈশাখীর ঝড়ে ছিঁড়েখুঁড়ে যায়
নিহতের শব নিয়ে কাল এক মিছিল বেরবে
খুনিরও গলায় মালা, তাকে নিয়ে শোভাযাত্রা হবে
গলা ছেড়ে বলতেও পারি না
কেন এই পৃথিবীতে আছি!

শব্দের অভাবে

আমার নিজের ভাষা
তাও আমি কত শব্দ এখনো বলিনি
কত শব্দ তারার মতো খসে পড়ে রোজ

কত শব্দ মনে নেই
কত শব্দ মনেই আসেনি
ছুঁয়েও দেখিনি কত শব্দসন্ধি-শব্দসমন্বয়
একটাই কথা আজ বলে যেতে চাই-
শুধুই আমার কিন্তু সব দোষ নয়

মৃত্যুর অর্থ

যখন বৃষ্টির শেষে বেজে ওঠে বিষাদের রেশ
তখনই তো মুখোমুখি আমি আর আমার স্বদেশ
আকাশে তখনো বাঁধা আদিগন্ত রামধনুরাখী
শববাহকের মতো হাওয়া ছোটে- নাকি
দখিনা হাওয়াই আজ শবের বাহক?
তাহলে মৃত্যুর অর্থ করে নিয়ো যাহোক-তাহোক

এই রক্ত

এ রক্ত কি ইতিহাস? আমাদেরই সমসাময়িক!
এ রক্ত আহুতি নয়, রক্তে ভিজে গেছে চারিদিক!
এ রক্ত সৃষ্টির নয়, শয়তানের ক্ষুধার্ত আহ্নিক,
এ রক্ত স্বপ্নের নয়, এক-দুই-ত্রিধারাবাহিক

সমাধিভূমি

একদিন ভোরে দেখি পাখিদের মেলা বসে গেছে
এমনিতে এই বনে নিহতের দেহ কারা ফেলে চলে যায়

জ্যোৎস্নাহত এই তো সেদিন পথভোলা দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা
সাতটি শবদেহ দেখে কণ্ঠরোধে ভুগছে এখন
সাত ছেলে পাশাপাশি, দুহাত পিছমোড়া করে বাঁধা
ভোট কবে শেষ হবে
নিহত বা পাখিরা তার কিছুই জানে না

মৃত্যুর অধিক

গাছের পাতাটি আস্তে নেচে নেচে এসে মাটি নেয়
পাখির পালক আরো দুলে দুলে নামে
সশস্ত্র দলের তাড়ায় পালাতে পালাতে
মাটিতে পড়বার আগে ছেলেটির চোখ দুটি দেখি
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা
যুক্তিযুক্ত হয়ে উঠলো আজ ।

সঙ্গী

আমি তো আমার একলা ব্যথা তোমার দলের সঙ্গী নই
আমি তো আমার একলা পথিক তোমার পথের সঙ্গী নই
আমি তো আমার একলা জীবন তোমার জীবনসঙ্গী নই
আমি তো আমার অনিদ্র রাত তোমার শ্মশানসঙ্গী হই ।

বিকেলের বাসনা

ইচ্ছে হয় তোকে নিয়ে খালি ট্রামে
কলকাতা ঘুরি
রবিবার শুধু বসে তোর গল্প শুনি
কচুরিপানায় রাঙা আদিগন্ত পৃথিবীর পাশে
সারাটা বিকেল আয় বসে থাকি
বসে বসে দেখি
বেগুনি ফুলের ভিড়ে উদাসীন বক

বলা হয় না

একেকটা দিনকেই মনে হয় একষট্টি বছর
রাস্তাঘাট জনহীন
সব বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ
জলাশয়গুলো জলহীন
কী একটা বলবার ছিল মনেও পড়ে না

সজনেফুল শেষ হয়ে ডালে ডালে ডাঁটার সূচনা হয়ে গেল
রাতের আকাশ থেকে সোনালি রাংতার মতো তারা ঝরছে
কী একটা বলবার ছিল, বলাই হয় না

বধ্যভূমি

সবাই মৃত্যুর জন্য তৈরি হও
কৃষিতে মেশানো হবে বিষ কীটনাশকের গুঁড়ো ।

সবাই ধ্বংসের জন্য তৈরি হও
জলেস্থলে আনন্দে-প্রমোদে মুনাফাবারুদ ঠাসা হবে ।

সবাই শেষের জন্য তৈরি হও
অরণ্য বা জলাভূমি সুরম্য নগরী হবে সব ।

দিঘি নদী হিমবাহ একটা কেনো একটা পাও ফ্রি
তোমরা তো ক্রেতা মাত্র, বটপাতা মুখে শুধু বাঁচো ।

লোকজীবন

ওই তো ঘুমের মতো নদী
ওই তো অনিদ্রাসম চাঁদ
ওই তো স্বজনহারা শোক
দলবদ্ধ মিথ্যাচারী লোক

ওই তো কী শূন্য নিরবধি
ওই তো স্বপ্নমাখা ফাঁদ
ওই তো সন্ত্রাস পাওয়া লোক
গৃহস্থের তবু খোকা হোক

কবি

পথের দুপাশে যেন বৃক্ষ থাকে

ঘরের কাছেই যেন পাখি ডাকে
গ্রামের কিনারে যেন নদী বয়
এমন বাড়ির খোঁজ পেলে হয়

কবি রোজ আশা করে খুঁজে ফেরে
ক্রমশ নিরাশা এসে তাকে ঘেরে
রাজনীতি যদি স্বার্থপর হয়
কবির কি দল থাকে সেসময়?

প্রকৃতিপাঠ

মহাকাশে গুলমোহর শুধু উল বোনে
এই তবে আশা?

চৈত্রের হাওয়ায় পাতা ঝরে যায়
এই কি হতাশা?

খড়কুটো মুখে কাক উড়ে যায়
এ-ই ভালোবাসা?

ভ্রমণপর্বের কবিতা ১

যাচ্ছিলাম শ্রীলঙ্কার নুয়ারা-এলিয়া-
লোকের বিশ্বাস
সেখানে সত্যিই নাকি সীতার অশোকবন আছে ।

পথের পাশেই নদী- মহাবলীগঙ্গার জলে
শব ভাসে ।

নদী হয় সত্যি বলে, নয় মূক, মিথ্যেকথা বলে না কখনো,
দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যাই- যদি কিছু বলে ।

ভ্রমণপর্বের কবিতা ২

নবান্ন কি উঠে গেছে?
বহুদিন পর যাচ্ছি ছেড়ে আসা গ্রামে ।
শিবতলার মোড়ে
পরিত্যক্ত ছাদের কার্নিশে
শকুন বসেছে,
নীচে বনপথ জুড়ে আড়াআড়ি
এগারোটি শব-
প্রত্যেকের বুকে পেটে রক্তবর্ণ ফুটেছে গোলাপ

ছেঁড়াকথা

১

মিথ্যা এতো জমকালো ছিল না কখনো
আমার সন্তান তবে ওষধিবৃক্ষের ছায়া বুঝবে কী করে

২

কাটা ঘুড়ি যতক্ষণ পারে ভাসে
আমরাও সেরকম ভেসে আছি ।

৩

যে যেদিকেই যাক সেটা তার গন্তব্যই নয়
এই কথা দেখে শুধু দূর আকাশ থেকে চিল ।

৪

আজও কি উঠবে না সূর্য?
শীতের পাহাড়বাসীর অনন্ত জিজ্ঞাসা ।

৫

সারাদিন ধরে ছায়া ছোট-বড়ো হতে থাকে
বৃক্ষ থাকে একই

৬

নদীর ছলাৎ একবার শুনলেই চিরচেনা হয়ে যায়

৭

সম্পূর্ণ অন্ধও ঠিক দেখতে পায়
মানুষের নির্মল হৃদয়

৮

দয়ামায়া ভালোবাসা বর্ষার জলের মতো সহজ-সরল

৯

অন্যের দুঃখের পাশে দাঁড়ানোই অধিক সুখের

১০

বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে ধরা আছে
প্রকৃতির বিবিধ নিয়ম
বৃষ্টির ফোটায় বাঁধা
মানবজীবন

১১

দেশভেদে গ্রীষ্মের অর্থও আলাদা

১২

যার মন যত বেশি ভালোবাসে
তার মনে তত বেশি আলো আসে

শীতবরণ

যখনই শীতকাল আসে
ভাবি, হয়তো শালের ঘোমটায় তার মুখ দেখা যাবে
কড়াইশুটির কচুরিরও সংকল্প করে বসি

শীতকাল আসে
চলে যায়
আরো মৃত্যু
অবরোধ
বনধ
ধোঁয়াশায় ভরা সন্ধ্যা নামে

আমাদের সন্ধ্যা থাকে সোনারপুরে
তার আর আসাই হয় না

শীতকাল আসে
চলে যায়

বাংলার কবিতা

যে-ঘরে কবিতা লিখি
দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে বাঁকুড়ার ঘোড়া
জানলায় ভৌতিক হাসে নদীর কংকাল
নুড়ি দেখে চিনি পুরুলিয়া
অর্ধেক মেদিনী ঘুরে ঝড় এসে ক্যালেন্ডার ছিঁড়ে ফেলে দেয়
রক্তের ছিটের সঙ্গে আমার অক্ষরও ছেটে দেয়ালে ও কড়ি-বরগায়

যে-মেঘে কবিতা ছিল
তাও আজ বিস্ফোরকে ঠাসা

হাওয়ার লেখা

কাগজ ফুরিয়ে গেলে
বাতাসের বুকে লিখতে থাকি
লিখতে তো হবেই
গুমোটের দিনে আমি জলের ওপরে ঝুঁকে লিখি

তীর খাওয়া হরিণের ফোঁটা ফোঁটা জল
তারও নীচে দুটি বেলেমাছ
চৌরাস্তায় রক্তের ছোপ
ভোর থেকে র্যাফ
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে

রোজ এতো লেখা হয়ে যায়

মৌমাছিনৃত্য

যেমন গাছের ছায়া
যেরকম কুকুরের মায়া
ঠিক সেরকম
মানুষের কিছু নেই আর

কয়েকজন অন্ধ মুনি ছাড়া
সকলেই আজ আলেয়া বা মরীচিকা দেখে
মৌমাছির মতো নেচে নেচে
ছোটে
আজীবন

স্বদেশ

অট্টহাসি ছাড়া আর মুখ নেই
এমন স্বদেশ
দম্ভ ছাড়া জনসভা নেই আর
এমন স্বদেশ

শিশিরের মতো শুদ্ধ দয়ামায়া নেই আর
এমন স্বদেশ
চোখের জলের পাশে কারো নীরবতা নেই
এমন স্বদেশ

বৃক্ষলিপি

কাঠগোলাপের গাছে আধভাঙা ডাল হয়ে ঝুলে আছে
মানুষের ভবিষ্যৎ আশা
ডগায় মঞ্জরী আসে
বলদর্পী লোক তবু হাসে
মানুষের স্পর্ধা দেখে স্বপ্ন আর শয্যায় আসে না

ছেঁড়া গোলাপ

কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে আছে খেলার পাতায়
পাশ থেকে আমার চোখে পড়লো
প্রথম পাতার বড় বড় হরফ- লাল গ
গোলাপের ও-কারও কি শেষমেশ বাদ
ট্রেন ঢুকছে লালগোলা স্টেশনে

ভাবি একটা প থাকলেই হয়
আধখোলা পাতাটা এবার ঠিকঠাক ভাঁজ হবার আগে পুরো খুলে গেল-
৮ কলম জুড়ে শুধু দুটি শব্দ-
রক্তাক্ত লালগড়

হিংসারাজ

বাতাসে হিংসার গুঁড়ো
কিছুই অহিংস তত নয়
এমন সহিংস দিনে
ফুল কিনতেও পথে ভয়

স্নেহ

টলোমলো পা-দুটি যেন ঠিকঠাক হাঁটতে শেখে, দেখো ।
আমি তো বাইরের কাজে সারাদিন ঘুরি
মানুষ বেঠিকভাবে হাঁটছে দেখলে ভয় হয় ।
বড়োই দুশ্চিন্তা হয়, দেখো-

এখন যা টলোমলো
তা যেন ভবিষ্যতে অন্যকে মাড়িয়ে চলে না যায় ।

আমাদের জীবন

অনেক দিন ঠিক মানুষের মতো বাঁচা হয়নি
আজ শুধু একমুঠো মুড়ি আর চা
দুপুরেও ডালের মধ্যে সবজি আর গন্ধ লেবু, ধোঁয়া ওঠা ভাত
বেলা থাকতে থাকতে চলো ঘুরে আসি ট্রামে বাসে হঠাৎ ট্যাক্সিতে
কবেকার স্বল্পবাক কলকাতা শহরে
রোজ রোজ বিস্ফোরণ, রক্তগঙ্গা আবাহন, হুমকি, হাঁকডাক,
আজ চলো, বারুইপুরে পানের বরজ মনে আছে?
হারানো নদীর ধারে ধানখেত হু হু হাওয়া
যে কোনও লোকাল ট্রেনে উঠে পড়লে হয়
ট্রেনে ওঠা-নামাও নাকি আজকাল সহজ নয় মোটে
সবই আজ বড়ো বেশি বড়ো বড়ো
বড়ো বেশি জটিলতাময়
জীবন কি এত নিতে পারে?
জীবন তো চায় শুধু জীবনেরই তৃষ্ণার জল

সব হারানোর ভয়

অশথগাছের পাতার ঝিরিঝিরি
হারিয়ে যাবে তা-ও কি শিগগিরই
ঝড় ওঠবার কিছুটা অসুবিধায়
অশথগাছের পাতায় এতই দ্বিধা

দিনপঞ্জি

১

যার যেভাবে ইচ্ছে লাথি মারছে, ঘুঁষি মারছে, ছুরি মারছে,
বোমা মারছে,
যার যেভাবে ইচ্ছে ভেঙে দিচ্ছে, লুটে নিচ্ছে,
টান মেরে খুলে দিচ্ছে ওড়না বা আঁচল ।
যদি সে ধর্ষক হয়, দল-বুঝে দোষী বা নির্দোষ!
খুনী হলে সে তোমার-
শবদেহ আমার দলের ।
বোমা বাঁধতে গিয়ে হাত উড়ে গেলে সে হাত তোমার ।
স্কুলবাসে ছিন্নভিন্ন শিশুদের হাত-পাগুলি কার?
জনক-জননী ছাড়া আর কেউ জানে না উত্তর ।

২

মন আমার এখন সতত
ক্ষত-বিক্ষত
ঘুমের মধ্যেও রক্ত ঝরে
কে কখন ফিরবে ঘরে
কিংবা ফিরবে কিনা
কিছুই জানি না ।

৩

যে-পথ দিয়ে আসছি যাই
হঠাৎ দেখি সে-পথও নাই
সবাই কেমন আক্রমণাত্মক
ভোরের সেই আলোয় রাঙা
আকাশও আজ শকুনডানা
সন্ধেগুলোও এমন মারাত্মক

৪

এ এক অদ্ভুত দিন
এই তার রক্তে লেখা পাঁজি

খুনির প্রতি

যখনই যে-বনে গেছি, আমি তো দেখেছি
গাছের পাতায় হাওয়া চিরকালই শিহরন তোলে ।
শৈশবের হারানো বাতাসে
তুমিও তেমনই পারতে প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে

সহাস্য এই খুনের আসরে,

লীলাচ্ছলে থেঁতলে-মারা মৃতদেহ ফেলে যাওয়া দিনে
শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজেই দিতে পারতে কুশলজিজ্ঞাসা
পথে-ঘাটে বাজারে ময়দানে ।

বহুরূপে

কালবৈশাখীর ভাষা পাখি বোঝে
পাখির বাসাও সেটা বোঝে
ফুলের রেণুও বোঝে-
তার বোঝা সম্পূর্ণ আলাদা ।

নববর্ষ

তোমাকে পাওয়াও যা
না-পাওয়াও তা- এমন নিষ্পৃহভাবে
তারা ফোটে

আমাদেরও বছর আসে
চলে যায়
নববর্ষ আসে ।

এর পর বসন্ত আসবে তো?

শীত এত রক্তক্ষয়ে চলে গেল
এর পর বসন্ত আসবে তো?

উঠোনে শিশুর হাসি হামাগুড়ি

শিমুলের রাঙা আলপনা
মানুষ এটুকু চায়
এ-ই তার বসন্তোৎসব

কবির অস্ত্র

একটা অক্ষর চাই
দীক্ষামন্ত্র দেবে করুণার

একটা অক্ষর চাই
প্রতি কোষে ভালোবাসা তার

একটা অক্ষর চাই
শান্তিতে বাঁচার অধিকার
ওঁ-এর মতন এক
একাক্ষর শব্দ চাই তার

যত দেখি

ছাড়ানো মুরগির মতো মেঘ

যত দেখি তত ভাবি
এবারও কি বৃষ্টি হবে না!

সন্ত্রস্ত সন্ধ্যার মতো গ্রাম
যত দেখি তত ভাবি
দুঃখ দেখে কেউ আর কেঁদে উঠবে না?

যাওয়া-আসা

তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হলো
আমাকে চিনতেও পারলো না
বৃষ্টি মাথায় করে চলে গেলে
রক্তবৃষ্টি হয়ে এলে কাছে
তোমার বাড়ির সামনে গাছগুলো
যেন মরে আছে

বসন্ত

এবছর আমের বোলে শবগন্ধ
দমবন্ধ করে লোক পার হয়ে যায়
ফাল্গুনে আকাশ-ঢাকা শিমুলের ডালে
শত শত রক্তমুখ নরমুণ্ড ঝোলে

বিপন্ন সময়

আজ সকাল থেকে হাওয়াও পাথর হয়ে আছে
দুঃখের মধ্যেও তোমার বুদ্ধি দেখে বিচলিত হই
বিষাদের পরতে পরতে তীক্ষ্ণ বিবেচনা
ধর্ষিতার রক্তক্ষত ধুয়ে দিতে সমুদ্রসৈকতে রেখে এলে

একাপথে সারাদিন এইসব দেখি আর ভাবি
পায়ের পাতায় পথ ধূলিধুসরিত কথা বলে

মুরগির মাংস

পাঁচটি যুবক ওই
আদালত চত্বরে বসে মধ্যরাতে মদে মেতে ওঠে-
দু'হাতে বোতল ঘোরে, প্যান্টের পকেটে রিভলভার ।

'যাঃ শালা! চাট শেষ । জ্যান্ত মুরগিও পেলে খাই!'
'ওই তো স্টেশন থেকে একজোড়া মোরগা-মুরগি
সাইকেলে ঘরে ফিরছে না?'
'চল ওই মুরগিটাকে জ্যান্ত ছিঁড়ে খাই ।'

জটায়ুর মতো মোরগা মুরগিকে বাঁচাতে প্রাণ দেয়,
আকাশ-বাতাস চিরে মুরগি কাঁদে- 'ভাইকে বাঁচাও!'
জেলাশাসকের বাংলো রুদ্ধদ্বার, নিদ্রা যায় পুলিশ সুপার ।

দিদির রক্তাক্ত চিৎকার স্বচক্ষে দেখেও
প্রহরী ব্যস্ত থাকে প্রভুদের বাংলো পাহারায় ।
সারারাত পাড়া কাঁদে,
ভোর-ভোর শকুনেরা আসে
শবের ওপরে তারা ডানা মেলে পতাকা ওড়ায় ।

ধরনা

যতক্ষণ ঝড়ের ভিতর থেকে অক্ষর না আসে
আগুনের মর্ম থেকে প্রদীপ না আসে
পথের প্রদাহ থেকে প্রতীক না আসে
মেঘের গর্জন থেকে গৌরব না আসে
বিদেহী বাতাস থেকে বিন্যাস না আসে

অষ্টপ্রহর থেকে আনন্দ না আসে
শব্দের সংস্থান থেকে সন্ন্যাস না আসে
ততক্ষণ বসে থাকবো শ্মশানে-মশানে, সর্বনাশে,
সাদা পাতা, তোমাদের পাশে ।

পুরনো বই থেকে পুনর্মুদ্রিত

‘হী. ডাকাত’, ‘শাদা ঘোড়া’, ‘আমাজনের জঙ্গলে’ প্রভৃতি ছোটদের বইয়ের লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর এটি দ্বিতীয় ভ্রমণবই । নানা সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত এই লেখকের কয়েকটি বই ইতিমধ্যেই বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে ।

‘কবিতা-পরিচয়’, ‘কর্মক্ষেত্র’ ও ‘ভ্রমণ’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটির এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার ও ওয়ার্ল্ড এডিটর্স ফোরামের এক্সিকিউটিভ মেম্বার অমরেন্দ্র চক্রবর্তী পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরেছেন ।

আন্টার্কটিকা, আলাস্কা, আফ্রিকা, ইউরোপ-এশিয়ার নানা দেশ নিয়ে তাঁর ভিডিওচিত্র টেলিভিশন চ্যানেলে নিয়মিত সম্প্রচারিত ও ভ্রমণ-ভিসিডি হিসেবে জনপ্রিয় ।

কবি, গল্পকার ও ভ্রমণ-লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অন্যান্য কয়েকটি বই: ‘বিক্ষত অন্বেষণ’, ‘না-লেখা কবিতা’, ‘নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে’, ‘নিমফুলের মধু’, ‘বন্ধুভরা বসুন্ধরা’ ।

তাঁর সম্পাদিত কয়েকটি বই ‘কবিতা-পরিচয়’, ‘সেরা ভ্রমণকাহিনী’, ‘দুচাকায় দুনিয়া’ ।

১৯৬২ সালে প্রথম কবিতাসংকলন ‘বিক্ষত অন্বেষণ’, ১৯৭২-এ ‘বিক্ষত অন্বেষণ, নিরন্তর’, ৭৫-এ ‘অন্ধকার শব্দকোষ’, ৮০-র দশকে ‘লেখা না-লেখা’ ও ৯০-এর দশকে ‘কবিতাসংগ্রহ’ প্রকাশের এক দশক পরের কবিতা-বই ‘নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে’; তার পাঁচ বছর পর অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এই নতুন কবিতাসংকলন ‘মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা’ ।

‘শাদা ঘোড়া’, ‘হীরু ডাকাত’, ‘গৌরযাযাবর’, ‘আমাজনের জঙ্গলে’, ‘পাখির খাতা’ প্রভৃতি ছোটদের বইয়ের লেখক, নানা সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কয়েকটি বই ইতিমধ্যেই বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে ।

‘কবিতা-পরিচয়’, ‘কর্মক্ষেত্র’ ও ‘ভ্রমণ’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, ওয়ার্ল্ড এডিটর্স ফোরামের এক্সিকিউটিভ মেম্বার অমরেন্দ্র চক্রবর্তী পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরেছেন ।

আন্টার্কটিকা, আলাস্কা, আফ্রিকা, মোঙ্গোলিয়া ও ইউরোপ-এশিয়ার নানা দেশ নিয়ে তাঁর হাতক্যামেরার ভিডিওচিত্র টেলিভিশন চ্যানেলে নিয়মিত সম্প্রচারিত ও ভ্রমণ-ভিসিডি হিসেবে জনপ্রিয় ।

কবি, গল্পকার ও ভ্রমণ-লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অন্যান্য কয়েকটি বই: ‘নিমফুলের মধু’, ‘বন্ধুভরা বসুন্ধরা’, ‘সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ’ ।

তাঁর সম্পাদিত কয়েকটি বই ‘কবিতা-পরিচয়’, ‘সেরা ভ্রমণকাহিনী’, ‘দুচাকায় দুনিয়া’ ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ওয়েবসাইট

www.amarendrachakravorty.com

E-mail: amarendra.chakravorty@gmail.com